জন্মাষ্টমী ব্রত

জন্মাষ্টমী ব্রত সময় বা কাল– ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত পালন করতে হয়। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই এই ব্রত পালন করতে পারে।

জন্মাষ্টমী ব্রতের দ্রব্য ও বিধান—তিল, ফুল, তুলসী, দূর্বা, ধূপ, দীপ, পঞ্চগব্য, পঞ্চগুঁড়ি, আতপচালের নৈবেদ্য, ফলের নৈবেদ্য, পাট, বালি, মধুপর্কের বাড়ি, আসন, অঙ্গুরী, পূর্ণপাত্র, দই, মধু, চিনি, তেল ও হলুদ।

জন্মাষ্টমী ব্রতের আগের দিন নিরামিষ খেয়ে সংযম করে থাকতে হবে আর ব্রতের দিন উপোস করতে হবে। কুলপুরোহিতকে দিয়ে পুজো করিয়ে দক্ষিণা দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করবে।

জন্মাষ্টমী ব্রতকথা— মথুরায় উগ্রসেন নামে এক অতি ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর ছেলে কংস এক সময় খুব অত্যাচারী হয়ে উঠল। সে তার বাবার রাজসিংহাসন জোর করে কেড়ে নিল।

তারপর সে মহাদেবকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করে বর পেল যে, শুধুমাত্র নিজের বোনের অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতেই সে মরবে, অন্য আর কারুর হাতে তার মৃত্যু নেই। এই বর পাবার পর তার সাহস আর অত্যাচার অনেক গুণ বেড়ে গেল।

শেষে অন্য সব অসুরদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে প্রচার করে দিল যে, রাজ্যে কেউ হরিনাম করতে পারবে না যে হরিনাম করবে তার আর রক্ষে নেই।

তারপর সে তার বোন দেবকী আর তার স্বামী বসুদেবকে এনে কারাগারে বন্দী করে রাখল, কারণ সে জানত যে, তার বোন দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতেই তার মৃত্যু হবে।

এইভাবে কারাগারে থাকতে থাকতে দেবকীর সাতটি ছেলে হল আর কংস প্রত্যেকটিকে কারাগার থেকে নিয়ে গিয়ে পাথরের ওপর আছাড় মেরে তাদের ফেরে ফেলল।

শেষে যখন কংস খবর পেল এইবার দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হবে তখন সে কারাগারের চারদিকে খুব কড়া পাহারার ব্যবস্থা করল।

এরই মধ্যে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে গভীর রাত্তিরে নারায়ণ ভূমিষ্ঠ হলেন দেবকীর কোলে। নারায়ণের শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ মূর্তি দেখে দেবকী আর বসুদেব এক্কেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বসুদেব খুবই কাতরভাবে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন
এই ছেলেটিকে রক্ষা করবার জন্যে।

এই সময়ে কারাগারে এক দৈববাণী -বসুদেব। আমার মায়ায় এখন সমস্ত পৃথিবীর লোক ঘুমে অচেতন হয়ে আছে- তুমি এই মুহূর্তে গোকুলে নন্দের বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে এই শিশুটিকে রেখে এসো আর নন্দের স্ত্রী যশোমতীর এইংশে একটি মেয়ে হয়েছে, তাকে নিয়ে এসে দেহেরীর কোলে শুইয়ে দাও।

ঘুমে আচ্ছন্ন পৃথিবীর কেউ কিছুই জানতে না।”শোনার পর বসুদের আর দেরি না করে কৃষ্ণকে কোলে করে। নন্দের বাড়ি যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। প্রহরীরা সকলেই তখন ঘুমে অচেন, কেউ কিছুই জানতে পারল না।

বসুদের গিয়ে পৌঁছালেন যমুনার তীরে। এই সময়ে হল, যমুনার | দুকূল ছাপিয়ে উঠেছিল আর ভয়ানক বিদ্যুৎ ছিল। এই দুর্যোগ দেখে বসুদেবের মনে ভীষণ ভয় হল। এই অবস্থায় যমুনা পার হওয়া অসম্ভব দেখে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু নারায়ণ তার মায়া ছড়িয়ে দিয়েছিলেন চারদিকে। এই সময়ে বসুদেবের চোখে পড়ল যে, যমুনার জল হঠাৎ কমে গিয়ে হাঁটু সমান হয়ে গেছে আর একটা শিয়াল অনায়াসে যমুনা পার হয়ে যাচ্ছে।

বসুদেবও তখনই চললেন শিয়ালটার পিছনে পিছনে। বসুদের ও তার সন্তানকে ভীষণ বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে নাগরাজ তার বিশাল ফলা বিস্তার করে ধরলেন তাদের মাথার ওপরে।

এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যে বসুদের কৃষ্ণকে যশোমতীর কোলের কাছে রেখে মেয়েটিকে নিয়ে আবার কারাগারে ফিরে এলেন ও মেয়েটিকে অর্থাৎ দেবী যোগমায়াকে দেবকীর কোলে রেখে দিলেন।

সকাল হতেই কংস খবর পেল যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান একটি মেয়ে হয়েছে। কংস তখনি দেবকীর কোল থেকে জোর করে মেয়েটিকে কেড়ে নিল।

মেয়ে বলে তাকে ছেড়ে দেবার জন্যে দেবকী অনেক অনুনয় বিনয় করল; কিন্তু

কংস কোনো কথাই শুনল না। সে যেমনি মেয়েটিকে পাথরের ওপর আছাড় মারতে গেলে সেই মুহূর্তেই তার হাত থেকে মেয়েটি শূন্যে উঠে গিয়ে যোগমায়া মূর্তি ধারণ করে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। যাবার সময় তিনি কংসকে বলে গেলেন, “তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

তারপর সময় পূর্ণ হতে কংস শ্রীকৃষ্ণের হাতেই বধ হয়েছিল। এই পুণ্যময় ব্রতকথা, যে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা মীর দিন উপোস করে থেকে মন দিয়ে শোনে, তার সাতজন্মের পাপ নাশ হয়, অন্তিমকালে তার বৈকুণ্ঠ লাভ হয়ে থাকে।

জন্মাষ্টমী ব্রতের ফল জন্মাষ্টমী ব্রত, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পালনের অধিকারী। এই দিন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে দিনটি খুবই শুভ। এই ব্রত পালন করলে সমস্ত পাপ ও অকল্যাণ দূর হয়।

শ্রী কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন। ১

যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন ॥ ২

উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর-গোপাল । ৩

ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর-রাখাল ॥ ৪

সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই । ৫

শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল রাজা ভাই ॥ ৬

ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী । ৭

কালসোণা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী ॥ ৮

কুব্জা রাখিল নাম পতিত-পাবন হরি। ৯

চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশীধারী ॥ ১০

অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া । ১১

কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥ ১২

কম্বমুনি নাম রাখে দেবচক্রপাণি। ১৩

বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী ॥ ১৪

গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন । ১৫

অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ ॥ ১৬

পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ । ১৭

দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু ॥ ১৮

সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন । ১৯

ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন ॥ ২০

দর্পহারী নাম রাখে অর্জুন সুধীর। ২১

পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহারীর ॥ ২২

যুধিষ্ঠির নাম রাখে দেব যদুবর। ২৩

বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর ॥ ২৪

বাসুকী রাখিল নাম দেব-সৃষ্টিস্থিতি। ২৫

ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথি ॥ ২৬

নারদ রাখিল নাম ভক্ত-প্রাণধন। ২৭

ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥ ২৮

Published on: Jan, 09 2023 14:51

সত্যভামা নাম রাখে সত্যরে সারথি। ২৯

জাম্ববতী নাম রাখে দেবে যোদ্ধাপতি ॥ ৩০

বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার। ৩১

অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার ॥ ৩২

ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি। ৩৩

পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি ॥ ৩৪

কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলি সদাচারী। ৩৫

প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহ মুরারি ॥ ৩৬

বশিষ্ঠ রাখিল নাম মুনি-মনোহর। ৩৭

বিশ্বাবসু নাম রাখে নবজলধর ॥ ৩৮

সম্বর্ত্তক রাখে নাম গোবর্দ্ধনধারী। ৩৯

প্রাণপতি নাম রাখে যত ব্রজনারী ॥ ৪০

অদিতি রাখিল নাম আরতি-সুদন। ৪১

গদাধর নাম রাখে যমল-অর্জ্জুন ।। ৪২

মহাযোদ্ধা নাম রাখে ভীম মহাবল। ৪৩

দয়ানিধি রাখে নাম দরিদ্র সকল। ৪৪

বৃন্দাবন-চন্দ্র নাম রাখে বৃন্দাদুতী। ৪৫

বিরজা রাখিল নাম যমুনার পতি। ৪৬

Published on: Jan, 09 2023 14:51

বাণীপতি নাম রাখে গুরু বৃহস্পতি। ৪৭

লক্ষ্মীপতি নাম রাখে নাম সুমন্ত্র সারথি।। ৪৮

সন্দীপনি নাম রাখে দেব অন্তর্যামী। ৪৯

পরাশর নাম রাখে ত্রিলোকের স্বামী।। ৫০

পদ্মযোনি নাম রাখে অনাদির আদি। ৫১

নট নারায়ণ নাম রাখিল সম্বাদী ।।৫২

হরেকৃষ্ণ নাম রাখে প্রিয় বলরাম। ৫০

ললিতা রাখিল নাম দুর্ব্বাদলশ্যাম ।। ৫৪

বিশাখা রাখিল নাম অনঙ্গমোহন। ৫৫

সুচিত্রা রাখিল নাম শ্রীবংশীবদন। ৫৬

আযান রাখিল নাম ক্রোধ-নিবারণ। ৫৭

চণ্ডকেশী নাম রাখে কৃতান্ত শাসন ॥ ৫৮

জ্যোতিষিক রাখিল নাম নীলকান্তমণি। ৫৯

গোপীকান্ত নাম রাখে সুদাম-ঘরণী। ৬০

ভক্তগণ নাম রাখে দেব জগন্নাথ। ৬১

দূর্ব্বাসা রাখেন নাম অনাথের নাথ। ৬২

রাসেশ্বর নাম রাখে যতেক মালিনী। ৬৩

সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর নাম রাখেন শিবানী। ৬৪

Published on: Jan, 09 2023 14:51

উদ্ধব রাখলি নাম মতি্রহতি কারী । ৬৫

অক্রুর রাখলি নাম ভব ভয় সাথী।। ৬৬

গুঞ্জমালী নাম রাখে নীল পীতবাস । ৬৭

সর্ব্ববতে্তা রাখে নাম দ্বপৈায়ন ব্যাস।। ৬৮

অষ্টসখী নাম রাখে ব্রজরে ঈশ্বর। ৬৯

সুরলোকে রাখে নাম অখলিরে সার। ৭০

বৃষভানু নাম রাখে পরম ঈশ্বর। ৭১

স্বর্গবাসী রাখে নাম দবে পরাৎপর। ৭২

পুলোমা রাখনে নাম অনাথরে সখা। ৭৩

রসসনি্ধু নাম রাখে সখী চতি্রলখো। ৭৪

চতি্ররথ নাম রাখে আরতি দমন। ৭৫

পুলস্ত্য রাখলি নাম নয়ন-রঞ্জন ॥ ৭৬

কশ্যপ রাখনে নাম রাস রাসশ্বের। ৭৭

ভাণ্ডারীক নাম রাখে পূর্ণ-শশধর ॥ ৭৮

সুমালী রাখলি নাম পুরুষ-প্রধান । ৭৯

পুরঞ্জন নাম রাখে ভক্তগণ প্রাণ ॥ ৮০

রজকনি নাম রাখে নন্দরে-দুলাল। ৮১

আহ্লাদনি নাম রাখে ব্রজরে-গোপাল ॥ ৮২

দৈবকী রাখিল নাম নয়নের মণি। ৮৩

জ্যোতির্ময় নাম রাখে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি॥ ৮৪

অত্রিমুনি নাম রাখে কোটিচন্দ্রেশ্বর। ৮৫

গৌতম রাখিল নাম দেব বিশ্বম্ভর।।৮৬

মরীচি রাখিল নাম অচিন্ত্য অচ্যুত। ৮৭

জ্ঞানাতীত নাম রাখে সৌনকাদি সুত॥ ৮৮

রুদ্রগণ নাম রাখে দেব মহাকাল। ৮৯

বসুগণ রাখে নাম ঠাকুর দয়াল॥ ৯০

সিদ্ধগণ নাম রাখে পুতনা-নাশন। ৯১

সিদ্ধার্থ রাখিল নাম কপিল তপোধন॥ ৯২

ভাগুরি রাখিল নাম অগতির গতি। ৯৩

মৎস্যগন্ধা নাম রাখে ত্রিলোকের পতি॥ ৯৪

শুক্রাচার্য্য রাখে নাম অখিল বান্ধব। ৯৫

বিষ্ণুলোকে নাম রাখে দেব শ্রীমাধব॥ ৯৬

যদুগণ নাম রাখে যদুকুলপতি। ৯৭

অশ্বিনীকুমার নাম রাখে সৃষ্টি-স্থিতি॥ ৯৮

অর্য্যমা রাখিল নাম কাল-নিবারণ। ৯৯

সত্যবতী নাম রাখে অজ্ঞান-নাশন॥ ১০০

Published on: Jan, 09 2023 14:51

পদ্মাক্ষ রাখিল নাম ভ্রমর-ভ্রমরী । ১০১

ত্রিভঙ্গ রাখিল নাম যত সহচরী ॥ ১০২

বঙ্কচন্দ্র নাম রাখে শ্রীরূপমঞ্জরী । ১০৩

মাধুরী রাখিল নাম গোপী-মনোহারী ॥ ১০৪

মঞ্জুমালী নাম রাখে অভীষ্ট-পূরণ । ১০৫

কুটিলা রাখিলা নাম মদন-মোহন ॥ ১০৬

মঞ্জুরী রাখিল রাম কর্ম্মবন্ধ-নাশ । ১০৭

ব্রজবন্ধু নাম রাখে পূর্ণ-অভিলাষ ॥ ১০৮

Published on: Jan, 09 2023 14:51